ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির শেষ অধ্যায়

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

তেত্রিশ বছর আগে বিশ্বজুড়ে ঝড় তুলেছিল ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি। দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হবার প্রায় দু'বছর পর ইমপিচমেন্টের মুখে পদত্যাগ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন। কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের একমাত্র নজির সেটাই। প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে ফাঁসিয়েছিলেন ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার দুই তরুণ সাংবাদিক কার্ল বার্নস্টেইন এবং বব উডওয়ার্ড। তাদের রিপোর্টে বেরিয়ে আসে, কিভাবে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জ্ঞাতসারে রিপাবলিকানরা প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট পার্টির ওয়াটারগেট নির্বাচনী অফিসে আড়িপাতার জন্য লোক ভাড়া করেছিল। পরবর্তীকালে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি নিয়ে বিস্তর লেখালেখি ও গবেষণা হয়েছে। ছবিও তৈরি হয়েছে। কিন্তু একটি বিষয় এ দীর্ঘ সময় রহস্যের অন্তরালে রয়ে গিয়েছিল। তা হলো, বার্নস্টেইন এবং উডওয়ার্ডকে গোপন তথ্যগুলো কে যুগিয়েছিল? সাংবাদিকদ্বয়, যাদের একত্রে 'উডস্টেইন' (উডওয়ার্ড+বার্নস্টেইন) ডাকা হয়, কখনোই তাদের তথ্যদাতার নাম প্রকাশ করেননি। রিপোর্টে এ সূত্রকে 'ডিপ থ্রোট' নামে অভিহিত করা হয়েছে বরাবর। এ রহস্য উন্মোচনের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছে অসংখ্য গোয়েন্দা, সাংবাদিক। অবশেষে 'ডিপ থ্রোট' নিজেই প্রকাশ করেছেন নিজেকে।

বহুল আলোচিত রহস্যময় এ ব্যক্তির নাম ডব্লিউ মার্ক ফেল্ট। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির সময় এফবিআইর দ্বিতীয় পদস্থ কর্তাব্যক্তি যিনি বার্নস্টেইন আর উডওয়ার্ডকে যুগিয়েছিলেন চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। ১৯৭২

সালের ১৭ জুন ওয়াটারগেট কমপ্লেক্সে ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির অফিসে আড়ি পাততে গিয়ে ধরা পড়ে পাঁচ ছিঁচকে চোর। এর দু'দিন পর মার্ক ফেল্ট দেখা করেন ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিকদ্বয়ের সঙ্গে ওয়াশিংটনের এক ভূগর্ভস্থ গ্যারাজে। তিনি নিশ্চিত করেন, এ ঘটনার সঙ্গে সিআইএ-র সাবেক এজেন্ট হাওয়ার্ড হান্ট (যিনি সে সময় হোয়াইট হাউসে কর্মরত) যুক্ত। এভাবেই আড়িপাতার ঘটনার সঙ্গে চলে আসে নিক্সন প্রশাসনের নাম।

মার্ক ফেল্টের বর্তমান বয়স ৯১। বয়সের ভারে ন্যুব্জ এ বৃদ্ধ মুখ খুলেছেন মার্কিন সাময়িকী 'ভ্যানিটি ফেয়ার'-এর কাছে। এতোকাল ডিপ থ্রোটের সত্যিকার পরিচয় জানতেন মাত্র তিনজন- দুই রিপোর্টার এবং সে সময় পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদক বেন ব্রেডলি। তারা শপথ করেছিলেন, ফেল্টের মৃত্যু পর্যন্ত তার পরিচয় গোপন রাখবেন। নাম প্রকাশের জন্য বিভিন্ন মহলের চাপ তো ছিলই। উপরন্তু জনমনে অবিশ্বাস ছিল, ডিপ

(উপরে) বার্নস্টেইন এবং উডওয়ার্ড : ওয়াশিংটন পোস্টের সেই দুই সাংবাদিক। (বামে) 'ডিপ থ্রোট' মার্ক ফেল্ট

থ্রোট কোনো কাল্পনিক চরিত্র কিংবা অনেকগুলো সূত্রের কোনো একক নাম। তবুও ডিপ থ্রোটের পরিচয় প্রকাশ না করার ব্যাপারে পোস্টের সাংবাদিক টিমটি ছিল অনড়। এমনকি বার্নস্টেইন ও উডওয়ার্ডের বই 'অল দ্য প্রেসিডেন্টস মেন'-এ ও ডিপ থ্রোটের পরিচয় গোপন করা হয়েছিল। ফেল্টের আত্মপ্রকাশ নানা কৌতূহলের জবাব দিলেও উডস্টেইন মনে করছেন, তাদের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয়েছে।

ডিপ থ্রোটের এ হঠাৎ আত্মপ্রকাশের মানেটা কি? 'ভ্যানিটি ফেয়ারের' মতে, মৃত্যু এবং অর্থ। অনেক দিন থেকেই সন্দেহ ছিল ফেল্টই 'ডিপ থ্রোট'। কিন্তু ফেল্ট বরাবরই তা অস্বীকার করেছেন। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত তার স্মৃতিকথা 'দ্য এফবিআই পিরামিড ফ্রম দি ইনসাইড-এ' তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। কিন্তু বার্ধক্যে উপনীত ফেল্ট অনুভব করেছেন, সবাইকে সত্যটা জানানো দরকার। ২০০১ সালে স্ট্রোক করার পর থেকে ফেল্ট ভীষণ দুর্বল এবং অনেকটা স্মৃতিহারা। তার পরিবার বিশেষত মেয়ে জোয়ান সিদ্ধান্ত নেয়, ফেল্টের মৃত্যুর আগেই 'ডিপ থ্রোট' রহস্যের উন্মোচনের। যেন মৃত্যুর আগেই নিজের জনপ্রিয়তা দেখে যেতে পারেন ফেল্ট। এ ছাড়া 'ভ্যানিটি ফেয়ারের' কাছে বেশ মোটা টাকায় নিজেকে 'বিক্রি' করেছেন ফেল্ট। এ জন্য তাকে ১০ হাজার মার্কিন ডলার (প্রায় ৬৫ লাখ টাকা) দিয়েছে ম্যাগাজিনটি। ফেল্টের পরিবার স্বীকার করেছে, 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি' নিয়ে বই ও সিনেমার চিত্রনাট্য লিখে যেভাবে দু'হাতে কামাচ্ছিলেন উডওয়ার্ড ও বার্নস্টেইন,

ব্যাপারটি তাদের পছন্দ হয়নি। কেননা ঘটনার পেছনে আসল কুশীলব ফেল্ট নিজে। অতএব, নিজেকে প্রকাশ করে যদি টু-পাইস কামানো যায়, কিছু ঋণ শোধ করা যায়- মন্দ কি! উপরন্তু, ফেল্টের নাতি মনে করেন, আমেরিকাবাসী একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিকের পরিচয় জানতে পারবে। যিনি নিজের জীবন এবং জীবিকার ঝুঁকি নিয়ে রাষ্ট্রীয় অসততার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন।

ফেল্ট কেন আড়িপাতার সঙ্গে নিক্সনের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণপত্র সাংবাদিকদের সরবরাহ করেছিলেন, সে ব্যাপারটিও ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে। ফেল্ট ছিলেন এফবিআইর আমলা। ১৯৭২ সালের মে মাসে গোয়েন্দা সংস্থাটির পরিচালক এডগার হুভার মারা যান। ফেল্ট ছিলেন হুভারের মতোই এফবিআই অন্তঃপ্রাণ। ফেল্টের আশা ছিল হুভারের মৃত্যুর পর তিনিই হবেন সংস্থাটির পরিচালক। কিন্তু ওয়াটারগেটে আড়িপাতার ছ'সপ্তাহ আগে নিক্সন সংস্থাটির পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন প্যাট্রিক গ্রেক। যিনি প্রেসিডেন্টের নিজের লোক হিসেবে পরিচিত। হোয়াইট হাউস আড়িপাততে গিয়ে ধৃত পাঁচজনের মামলার তদন্তে এফবিআইকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। সরকারি সংস্থাকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার ক্ষুব্ধ করেছিল ফেল্টকে। ওয়াশিংটন পোস্টের সাবেক প্রতিবেদক জেমস মান মনে করেন, তথ্য যোগানের পেছনে ফেল্টের প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করেছে। অন্যদিকে উডওয়ার্ড ও বার্নস্টেইন তাদের বইতে ডিপ থ্রোট'কে সংশয়পূর্ণ, গল্পবাজ এবং সূরা প্রিয় চরিত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক ছাড়া অন্য কেউ কি 'ডিপ থ্রোটে'র সত্যিকার পরিচয় জানতো না? উত্তর হচ্ছে, জানতো। যেমন- সাংবাদিক জেমস মান ১৯৯২ সালে 'আটলান্টিক মান্থলি' সাময়িকীতে ডিপ থ্রোট হিসেবে ফেল্ট কিংবা অন্য কোনো এফবিআই কর্মকর্তাকে সন্দেহ করেন। এমনকি প্রেসিডেন্ট নিক্সনও ফেল্টকে সন্দেহ করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ১৯ অক্টোবর ওভাল অফিসে ধারণকৃত এক টেপে সেনাপ্রধান এইচআর হ্যাল্ডম্যানের সঙ্গে নিক্সনের কথোপকথনে জানা যায়, তারা জানতেন ওয়াটারগেট সম্পর্কে কে সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুলেছে।

কথোপকথনটি এমন :

নিক্সন : এফবিআইর কেউ?

হ্যাল্ডম্যান : হ্যাঁ। মার্ক ফেল্ট। কিন্তু আপনি এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারবেন না। কেননা, ব্যাপারটি আমাদের সূত্রকে শেষ করে দেবে।

এরপর নিক্সন ফেল্টকে 'বেজন্মা' বলে গালি দেন এবং স্বীকার করেন যে, ফেল্টকে সরিয়ে দিলে সে সব ঘটনা প্রকাশ করে দেবে। কেননা, এফবিআইর সবকিছুই তিনি জানেন। ১৯৭৩-এর জুনে ফেল্ট অবসরে যান। ততদিনে আড়িপাতার ব্যাপারটি নিয়ে সিনেটে শুনানি শুরু হয়েছে।

ফেল্টের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে একটি 'মিথের' যবনিকাপাত ঘটলো। অনেকে অবশ্য ফেল্টের মানসিক সুস্থতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যে অমরত্বের উদ্দেশ্যে ফেল্ট নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তা সম্ভবত অর্জিত হয়েছে। 'ডিপ থ্রোট' নামটি নেয়া হয়েছিল '৭২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি পর্নো ছবি থেকে। আশা করা যায়, এবার নিজ নামেই পরিচিত হবেন মার্ক ফেল্ট নামে এফবিআইর দুঁদে গোয়েন্দা। একই সঙ্গে সমাপ্তি ঘটবে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির বাগ্‌বিতণ্ডা।

c`Z¨v‡Mi †NvlYv w`‡"Qb †cÖwm‡W›U wb·b

ধাপে ধাপে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি

- **মে ১৯৭২ :** এডগার হুভারের মৃত্যুর পর মার্ক ফেল্ট এফবিআই'র সেকেন্ড ম্যান নিযুক্ত। পরিচালক না বানানোতে নাখোশ।
- **১৭ জুন ১৯৭২ :** ওয়াটারগেট কমপ্লেক্সে ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির কনফারেন্সে আড়ি পাতার সময় পাঁচ ব্যক্তি গ্রেপ্তার। দু'দিন পর ওয়াশিংটন পোস্টের বব উডওয়ার্ড 'ডিপ থ্রোটের' বরাত দিয়ে জানায়, হাওয়ার্ড হান্ট নামে হোয়াইট হাউসে কর্মরত সিআইএ'র এক সাবেক এজেন্ট এই আড়ি পাতার সঙ্গে জড়িত। এভাবে আড়ি পাতার সঙ্গে প্রশাসনের নাম জড়িয়ে যায়।
- **জুলাই ১৯৭২ :** ফেল্ট দু'সহকর্মীসহ এফবিআই'র দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক প্যাট্রিক গে'র সঙ্গে দেখা করে ওয়াটার গেট তদন্তে হোয়াইট হাউসের বাধাদানের ব্যাপারে প্রতিবাদ জানান।
- **১ আগস্ট ১৯৭২ :** ওয়াশিংটন পোস্ট জানায়, নিক্সনের নির্বাচনী তহবিলের ২৫ হাজার ডলারের একটি চেক ওয়াটারগেটে ধৃত একব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে।
- **সেপ্টেম্বর ১৯৭২ :** ডিপ থ্রোট উডওয়ার্ডকে জানায়, নিক্সনের নির্বাচনী অফিস থেকে এই আড়ি পাতার অর্থ যোগানো হয়েছে।
- **অক্টোবর ১৯৭২ :** ডিপ থ্রোট জানায়, আড়ি পাতার সঙ্গে নিক্সনের সামরিক বাহিনী প্রধান হল্ডম্যান যুক্ত।
- **নবেম্বর ১৯৭২ :** নিক্সন এবং স্পিরো এগনিউ পুননির্বাচিত হন।
- **৩০ জানুয়ারি ১৯৭৩ :** পাঁচ আড়ি পাতা দুষ্কৃতকারী এবং পরিকল্পনাকারী হান্ট এবং গর্ডন লিডির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়।
- **এপ্রিল ১৯৭৩ :** ডিপ থ্রোট সাংবাদিকদ্বয়কে জানান, নিক্সনের প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তা জন মিচেল এই কাজে টাকা দিয়েছে। ডিপ থ্রোট নিশ্চিত করে যে, এফবিআই প্রধান গ্রে হোয়াইট হাউসের নির্দেশে প্রমাণপত্র সরিয়েছে।
- **৩০ এপ্রিল ১৯৭৩ :** হোয়াইট হাউস উপদেষ্টা হল্ডম্যান, জন এরলিকম্যান এবং এটর্নি জেনারেল রিচার্ড কেইনডিয়েন্টস পদত্যাগ করেন।
- **মে ১৯৭৩ :** সিনেটে হোয়াইট হাউস কেলেঙ্কারির শুনানি শুরু।
- **জুন ১৯৭৩ :** এফবিআই থেকে ফেল্টের অবসর।
- **জুলাই ১৯৭৩ :** নিক্সন সিনেট ওয়াটারগেট কমিটির কাছে ওভাল অফিসে মিটিংয়ের টেপ হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানান।
- **২৪ জুলাই ১৯৭৪ :** সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় নিক্সনের হোয়াইট হাউসের কথোপকথনের ৬৪টি অডিও টেপ হস্তান্তরের। তিন দিন পর কংগ্রেস তদন্তে বাধা দেয়ার অপরাধে নিক্সনের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের প্রথম দফা অভিযোগ আনে।
- **৬ আগস্ট ১৯৭৪ :** নিক্সন পদত্যাগ করেন।
- **৩১ মে ২০০৫ :** ভেনিটি ফেয়ারের কাছে 'ডিপ থ্রোট' মার্ক ফেল্টের আত্মপ্রকাশ।